উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.nbr.gov.bd

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ।

মাসিক রাজস্ব সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান

কর অনিয়মে জড়িত সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নেয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা

আয়কর বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মকৌশল এবং নভেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত সময়ের রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও পর্যালোচনা বিষয়ক মাসিক রাজস্ব সম্মেলন ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। মাসিক রাজস্ব সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগের সদস্যবর্গ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ মাঠ পর্যায়ের আয়কর বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজস্ব সম্মেলনের শুরুতে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান উপস্থিত কর্মকর্তাদের এবং বিশেষ করে কমিশনার/মহাপরিচালদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সকল সহকর্মীদের ২০১৬ সালে রাজস্ব আহরণে ও করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃজনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করায় ধন্যবাদ জানান।

সভায় এনফোর্সমেন্ট মাস উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কাযক্রম পর্যালোচনা করা হয়। আয়কর সংগ্রহে আয়কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন চেয়ারম্যান। বিশেষ করে পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র নিকট বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়। আর্ন্তজাতিক তেল কোম্পানি (আইওসি) উৎপাদিত গ্যাস বিতরণের বিপরীতে পেট্রোবাংলার আওতাধীন চারটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির কাছে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৩০ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকা পাওনা হয়েছে। চারটি গ্যাস বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান হল, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড ও কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। চারটি প্রতিষ্ঠানের নিকট সুদ ছাড়া জুলাই, ২০০৯ হতে মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৩৬ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ও এপ্রিল, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ২ হাজার ৬৬৩ কোটি ৪ লাখ টাকাসহ সর্বমোট রাজস্ব ১৫ হাজার ৬৯৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। সুদসহ ২২ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা। ২০১৫ সালের ২০ মে থেকে ২০১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পেট্রোবাংলাকে বকেয়া পরিশোধে ৭টি দাবিনামা জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ), মূল্য সংযোজন কর। এছাড়া ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত চারটি কোম্পানির কাছে সুদ ছাড়া ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। জুলাই, ২০০৯ থেকে নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট বকেয়া পাওনা ৩০ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকা। অপরদিকে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) কাছে ভ্যাট বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পাওনা ২ হাজার ১৮ কোটি টাকা।

রাজস্ব সম্মেলনে কর বিভাগের আওতাধীন সার্কেল ভিত্তিক ৫০ জন করদাতার বিগত ৩ বছরের কর প্রদানের প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) ও মিউনিসিপাল ডিজিটাল সেন্টার (এমডিসি) এর উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের হালনাগাদ তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। কর অঞ্চলে অডিট এন্ড ইনভেস্টিগেশন সেলের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া যৌথ জরিপ কার্যক্রম হালনাগাদ অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মোঃ নজিবুর রহমান তাঁর সমাপনী বক্তব্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন যা নিম্নরুপঃ

- দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রাজস্ব আদায়ের গতি-প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন বেগবান হওয়ায় দেশে রাজস্ব সম্ভাবনা বিশেষ করে আয়কর আহরণের সম্ভাবনা বাড়ছে। মাঠ

পর্যায়ের কমিশনারবৃন্দ ও তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তারা যথেষ্ট প্রয়াস চালানো সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে করের আওতায় আনা যায়নি। এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বিরাজ করছে। আয়কর বিভাগ কর্তৃক এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

- ২১ ডিসেম্বর থেকে মাসব্যাপী এনফোর্সমেন্ট মাস শুরু হয়েছে। ২০ জানুয়ারি শেষ হবে। এরই অংশ হিসেবে এনবিআরের সামনে ফুল, ফলের বাগান ও বাঘের ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। শুল্ক ও মূসক গোয়েন্দাসহ সকল সংস্থা কাজ শুরু করেছে। এনফোর্সমেন্ট মাসে রাজস্ব ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা নিয়মমাফিক কর দেবেন তাদের জন্য ফুলের শুভেচ্ছা আর ফলের সম্ভাষণ। আর যারা ফাঁকি দেবেন তাদের জন্য বাঘের থাবা। রাজস্ব ফাঁকি রোধে কর্মকর্তাদের আরো কঠোর হতে হবে;

- কর কর্মকর্তাদের বকেয়া কর আদায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা কঠোরভাবে পরিপালন করতে হবে। পাশাপাশি কর অনিয়মে জড়িত সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে । বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য যদি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হয় তা নেয়া প্রয়োজন। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীণ দুইটি সংস্থা পেট্রোবাংলা ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এদের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে;
- বিসিএস কর একাডেমি ও বিসিএস (কাস্টমস ও ভ্যাট) একাডেমিকে সমন্বিতভাবে কাজ করা, বৃহৎ করদাতা ইউনিটকে আরো Functional ও Automated করার পাশাপাশি বৃহৎ করদাতা ইউনিট (কর) এবং বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট) কে এক সাথে কাজ করতে হবে;
- করদাতা সেবা বৃদ্ধির জন্য সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে;

- চলতি অর্থবছরের বাজেটে আয়কর বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালিত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক রাজস্ব সংগ্রহের গতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যে সব বাধা/প্রতিবন্ধকতা আসবে তা নিরসনে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি রাজস্ব সংগ্রহের কাজে অধিকতর সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য তিনি সকল পর্যায়ের রাজস্ব কর্মকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সকল কর কমিশনারকে Target Achievement Strategy (TAS), Human Resource Strategy (HRS), Annual Publicity Strategy (APS) প্রস্তুত করা; এবং

- আগামী ০৯ থেকে ১১ জানুয়ারী সারাদেশে অনুষ্ঠিতব্য 'উন্নয়ন মেলা'য় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয় এবং আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বিভাগ কর্তৃক সমন্বিতভাবে এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের সহায়তা নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেয়া হয়।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হ'ল।

২৭/১২/২০১৬

(সৈয়দ এ. মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ
বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।